ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

শহিদ উমর মুখতার

লায়ন অব দ্য ডেজার্ট

শহিদ উমর মুখতার রাহ.

লায়ন অব দ্য ডেজার্ট

মূল ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ আইনুল হক কাসিমী

সম্পাদক আবদুর রশীদ তারাপাশী
সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম সংস্করণ ও তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৩০, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 8871 96 3

LION OF THE DESERT
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

অত্যাচার-নিপীড়নের সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষের সহ্যসীমার বাঁধও একসময় ভেঙে যায়। তখন তারা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী। দ্রোহের আগুনে পোড়া এ সকল নিপীড়িতের মধ্য থেকে কখনো কখনো জন্ম হয় এমন কিছু নেতার, যারা পরবর্তীকালে হয়ে উঠেন বিশ্বনেতৃত্বের জন্য অনুসরণীয়। তেমনই একজন নেতা ছিলেন লিবিয়ার উমর মুখতার রাহ., যিনি জীবনের শেষ ২০টি বছর উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ইতালির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সশস্ত্র সংগ্রামে। তিনি আজও চিরজীবী হয়ে আছেন লিবিয়াবাসীসহ সকল প্রতিরোধ-সংগ্রামীর মন ও মননে। সুদৃঢ় ইমান, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, সাহস, বীরত্ব ও নেতৃত্বগুণে আজ তিনি মুসলিম মুজাহিদদের জন্য ধ্রুবতারা।

আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইতালিয়ান আগ্রাসী বাহিনী যখন লিবিয়ার ত্রিপোলি, বেনগাজির মতো শহরগুলো দখলের মাধ্যমে সেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে; দেশটির নাম পরিবর্তন করে দেশের সবকিছু গিলে ফেলতে উদ্যত হয়, তখন তাদের প্রতিরোধে বেরিয়ে আসেন সানুসি সুফি তরিকার খানকাকেন্দ্রিক মাদরাসার এক সাধারণ শিক্ষক, যিনি তাঁর কর্মপরাকাষ্ঠায় নিজের নাম লিখিয়ে নেন মুসলিম ইতিহাসের সোনালি পাতায়; যাঁর নাম শুনলে পরে ইতালিয়ান বাহিনীর ঘুম হারাম হয়ে যেত।

সেই সংগ্রামের প্রতি আজও শ্রদ্ধা নিবেদন করে দলমত-নির্বিশেষে পুরো লিবীয় জাতি। আজও তাদের ১০ দিনারের নোটে দেখা যায় তাঁর সরু ফ্রেমের চশমা-চোখের ছবি।

উমর মুখতারের সংগ্রামী জীবন কেবল লিবিয়ায় সমাদৃত ও অনুসরণীয় নয়; বরং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চলা প্রতিরোধ-সংগ্রামে *উমর মুখতার ব্রিগেড* নামে চালু আছে মুজাহিদ ইউনিট। তাঁর নামে রয়েছে ফ্লোরিডার টাম্পা শহরে অনিন্দ্যসুন্দর একটি মসজিদ। কুয়েত সিটি, গাজা সিটি, কায়রো, দোহা, তিউনিসিয়া, রিয়াদ, জর্ডানের ইবরেদসহ আরও অনেক শহরে তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

সেই মহান সংগ্রামীর জীবন ও কর্ম নিয়ে কালান্তর প্রকাশনী প্রকাশ করছে *লায়ন অব দ্য ডেজার্ট*।

গ্রন্থটি রচনা করেছেন লিবিয়ার বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। বাংলাভাষী পাঠকের কাছে সাল্লাবিকে ইতিমধ্যে কালান্তর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন আইনুল হক কাসিমী। আইনুল হক কাসিমীর অনুবাদের সঙ্গে নিশ্চয় পাঠকের পরিচয় আছে। এই গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি প্রচুর কষ্ট, সময় এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন। চেষ্টা করেছেন পাঠককে যেন ভালো কিছু দিতে পারেন।

বইটি সম্পাদনা করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী ও সালমান মোহাম্মদ। আমি নিজেও দুইবার পড়েছি। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত। আর এখন আপনাদের হাতে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণে ভাষা ও বানানবিষয়ক কিছু কাজ করা হয়েছে। আল্লাহ সবার যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আমরা চেষ্টা করেছি গ্রন্থটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করে প্রকাশ করতে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনার নাম এবং ওই সময়কার ইতালীয় বাহিনীর বিভিন্ন ব্যক্তি ও পদবিগুলোর নাম যথাসম্ভব সঠিক উচ্চারণে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোনো ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করলে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ব্যবসার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে শামিল হওয়া কালান্তরের মিশন। আর এর মধ্য দিয়ে উম্মাহর সোনালি চেতনার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হচ্ছে আমাদের ভিশন। আমরা চাই আমাদের প্রকাশনা থেকে প্রজন্ম চিন্তার, চেতনার, উদ্দীপ্ত হওয়ার, ভবিষ্যতের পথ বিনির্মাণের খোরাক পাক। সেই লক্ষ্য থেকেই এই পরিবেশনা। আল্লাহ বইটি কবুল করুন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বদলা দান করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জানমাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।' সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর; যিনি বলে গিয়েছেন 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর অবিচল থাকবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সকল সাথি ও পরিবার-পরিজনের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল নবিপ্রেমীর প্রতি।

মূল গ্রন্থের নাম আশ শাইখুল জালিল উমার আল মুখতার, নাশআতুহু ওয়া আমালুহু ওয়া ইসতিশহাদুহু। গ্রন্থটি রচনা করেছেন লিবীয় গবেষক ও ইতিহাসবেত্তা ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে লেখক সংক্ষেপণ-নীতি অবলম্বন করেছেন। লিবিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার অপ্রতুলতার কারণে আলোচনা কোথাও কোথাও দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।

বইটির কয়েক মুদ্রণের পর এটি প্রথম সংস্করণ। ভাষা ও বানানের পুনঃসম্পাদনার পাশাপাশি কয়েকটি জায়গার পাঠোদ্ধার জটিল ছিল, সে জায়গাগুলো আরও সাবলীল করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে বর্ণিত কিছু কবিতা বাংলাভাষী পাঠকের জন্য খুব জরুরি নয় বিধায় বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কিছু কবিতার কাব্যানুবাদ দেওয়া হয়েছে।

উমর মুখতারকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থ থাকলেও বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ ছিল না। ফলে বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তিনি অপরিচিত ছিলেন। উম্মাহর এই মহান বীরকে পরিচয় করিয়ে দিতে এগিয়ে আসেন কালান্তর প্রকাশনীর শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে সব শ্রেণির পাঠকের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে সরল ও সাবলীল শব্দ-বাক্য প্রয়োগে মর্ম উপস্থাপন করতে। কিছু জায়গা ও ব্যক্তির নামের বানান ব্যতিক্রম মনে হতে পারে। যা কিছু লেখা হয়েছে সার্বিকভাবে

অনুসন্ধান ও যাচাইয়ের পর লেখা হয়েছে। এরপরও কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে এর দায়ভার আমার। কেউ আন্তরিকতার সঙ্গে ভুল অবহিত করলে কৃতার্থ হব।

আল্লাহ বইয়ের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

আইনুল হক কাসিমী
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সূচি

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও কর্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ :
জন্ম ও কর্ম
এক. উমর মুখতারের গুণাবলি
দুই. কুরআন তিলাওয়াত ও ইবাদত
তিন. বীরত্ব ও বদান্যতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইতালিয়ান ঔপনিবেশিক শাসনের আগে জিহাদ ও দাওয়াহ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মিসর সফর
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিরে আলগাবির যুদ্ধ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উম্মুশ শাফাতির যুদ্ধ
সপ্তম পরিচ্ছেদ : হুসাইন জুয়াইফি ও মুখতার ইবনু মুহাম্মাদের শাহাদাত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারাবাহিক কার্যক্রম এবং ইতালিয়ানদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনায় প্রবেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ : অব্যাহত আক্রমণ ও শান্তি-আলোচনায় প্রবেশ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শেষ আহ্বান
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গ্রাজিয়ানিকে বারকার প্রশাসক এবং বাদউলয়োর সহকারী...
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুজাহিদদের বিচ্ছিন্ন ও গোত্রসমূহকে সামরিক বন্দিশিবিরে আটককরণ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উমর মুখতারের যুদ্ধের পটপরিবর্তন
সপ্তম পরিচ্ছেদ : ফুজাইল বুউমরের শাহাদাত
অষ্টম পরিচ্ছেদ : কুফরা দখল
নবম পরিচ্ছেদ : ইসলামি সংবাদপত্রের অবদান, ত্রিপোলিতে ইতালিয়ানদের অত্যাচার ও আমির শাকিব আরসালানের প্রবন্ধ
দশম পরিচ্ছেদ : শাকিব আরসালানের প্রতি উমর মুখতারের চিঠি

তৃতীয় অধ্যায়

উমর মুখতারের জীবনের শেষলগ্ন, গ্রেপ্তার ও ফাঁসি

প্রথম পরিচ্ছেদ : আহমাদ শরিফের অন্তর্দাহ এবং সংবাদ সংগ্রহে মুহাম্মাদ আসাদকে প্রেরণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উমর মুখতারের সঙ্গে সাক্ষাৎ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সিংহ যখন খাঁচায় বন্দি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বেনগাজির কারাগারে উমর মুখতারের প্রবেশ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জল্লাদ গ্রাজিয়ানির মুখোমুখি উমর মুখতার
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উমর মুখতারের বিচার
সপ্তম পরিচ্ছেদ : প্রিয় লিবিয়ার মাটিতে মুজাহিদ নেতার ফাঁসি
অষ্টম পরিচ্ছেদ : উমর মুখতারের শাহাদাতে কতিপয় শোকগাথা
নবম পরিচ্ছেদ : আহমাদ শরিফের পক্ষ থেকে শেষ অঙ্গীকারনামা
দশম পরিচ্ছেদ : উমর মুখতারের ফাঁসির পর ইতালির সুযোগগ্রহণের চেষ্টা
একাদশতম পরিচ্ছেদ : ইউসুফ বুরহিলকে আন্দোলনের আমির নির্ধারণ
দ্বাদশতম পরিচ্ছেদ : লিবীয় জাতির ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই স্তুতি গাই। তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করি। তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের রিপুর কুবাসনা এবং খারাপ আমল থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে সৎপথ দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সৎপথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে ভয় করো এবং মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই সত্তা থেকে; আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ০১]
>
> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলো শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে রব, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যেমনটি আপনার মহান সত্তা ও বৃহৎ রাজত্বের সমীচীন হয়। আপনার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত সকল প্রশংসার ব্যাপ্তি, যতক্ষণ-না আপনি সন্তুষ্ট হন। আপনি যখন সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তখনো আপনার

জন্য সকল প্রশংসা। সন্তুষ্টির পরেও আপনার জন্য সব প্রশংসা। আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা, যেটা তাঁর বড়ত্ব অনুযায়ী হয়। তাঁর জন্যই সকল স্তুতি, যেটা তাঁর পূর্ণতার গুণের উপযোগী হয়। সর্বোপরি তাঁর জন্যই সব প্রশংসা, যেটা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব চাহিদা করে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি লিবিয়ায় সানুসি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অংশ। গ্রন্থটি এই আন্দোলনের সিপাহসালার শহিদ উমর মুখতারের জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা করবে।

সে হিসেবে গ্রন্থটি উমর মুখতারের জন্ম থেকে শাহাদতবরণ পর্যন্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। তাঁর ইবাদত, কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত, বীরত্ব ও বদান্যতা; ইতালিয়ান ঔপনিবেশিকতার আগে তাঁর দাওয়াহ ও জিহাদ এবং ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রাথমিক যুদ্ধগুলো, দেশীয়, গোত্রীয় ও নিরবচ্ছিন্ন জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির ব্যাপারে আন্দোলনের আমির ইদরিস সানুসির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে মিসরে হিজরত করা—সবই বিবৃত করবে।

গ্রন্থটি পড়ার সময় পাঠক হারিয়ে যাবেন উমর মুখতারের সেসব রণাঙ্গনে, যেগুলোতে তিনি বিচরণ করেছেন সদর্পে। যেমন বির আলগাবি, আকিরাতুদ দাম বা উম্মুশ শাফাতিরের রণাঙ্গন ইত্যাদি। পাশাপাশি পাঠক জানতে পারবেন—মুজাহিদদের রসদপত্র জোগাতে উমর মুখতারের পদক্ষেপ এবং তাঁর যুদ্ধপরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালি। আরও জানবেন কীভাবে তিনি নেতৃত্ব দিতেন গেরিলাযুদ্ধে, যে গেরিলাযুদ্ধ পরবর্তীকালের সকল স্বাধীনতাকামী কমান্ডারের জন্য একটি নিশান হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে আছে।

উমর মুখতারের দীনিভাই হুসাইন জুয়াইফি বারাইসি, ভাতিজা মুখতার ইবনু মুহাম্মাদের মতো নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের বড় বড় মুজাহিদদের হারিয়ে ফেলা, তাঁদের বিয়োগব্যথায় উমর মুখতারের অনুভূতি এবং এসব বিপদাপদে তাঁর অবস্থান ও কষ্টসহিষ্ণুতা, তাঁর শাহাদাতের তামান্না এবং জিহাদি বিষয়ে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতা, দৃঢ় সংকল্প, মহান ধৈর্য, নেতৃত্বদানে প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দর্শন দ্বারা তাঁর উপলব্ধি—এ সবকিছুই আলোচনা করবে গ্রন্থটি।

গ্রন্থটি আরও স্পষ্ট করবে যে, কালক্ষেপণ করতে কীভাবে ইতালি উমর মুখতারের সঙ্গে শান্তি-আলোচনা করতে চাইত। কীভাবে মুজাহিদদের সিসাঢালা প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করত। উমর মুখতার কীভাবে তাদের কুমতলবের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। এ জন্য তিনি এসব শান্তি-আলোচনার ক্ষেত্রে ছিলেন

দিগন্তবিস্তৃত চিন্তার অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। এ জন্য তিনি অনেক পরিশুদ্ধ ও শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যে কারণে তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত তাঁকে সম্মানের নজরে দেখতে বাধ্য হতো।

গ্রন্থটি জেনারেল গ্রাজিয়ানির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরবে, যিনি স্বজাতির কাছে ছিলেন অত্যন্ত সম্মানী। ডিক্টেটর মুসোলিনির কর্তৃত্বে যাকে ইতালিয়ান সরকার সব ধরনের পন্থা, নীতি, উপায়, উপকরণসহ লিবিয়ার জিহাদি আন্দোলন দাফন করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। ক্ষমতার বলে তিনি উড়ো-আদালত কায়েম করেছিলেন। এই আদালতের মাধ্যমে তিনি লিবিয়ার জনগণের ওপর মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করতেন। সামান্য সংশয়ের কারণে তিনি সহায়সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে তা তার ফ্যাসিবাদী ভাড়াটে সৈন্যদের দান করে দিতেন। এসব উড়ো-আদালতের বিচার সংঘটিত হতো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। আদালতের সামরিক বিচারকদের উপস্থিতিতেই তৎক্ষণাৎ রায় কার্যকর হতো। তার পরপরই একই দিনে অন্য জায়গায় গিয়ে আদালত আরেকটি প্রহসনের বিচার কায়েম করত।

বারকাসহ প্রতিটি শহরে গণ-বন্দিশিবিরের দ্বার উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছিল। আকিলা, ইজদাবিয়া, বেনগাজি, সালুক, আলমারজ, শাহাত, দিরনা, আইন আল-গাজালা, তুবরাকসহ প্রতিটি স্থানে ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। সামান্য সংশয় কিংবা তুচ্ছ অপবাদে মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি হয়ে যেত! এরপর তা ফাঁসি কিংবা গুলি করে উড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কার্যকর হতো! শুধু তা-ই নয়; জেনারেল গ্রাজিয়ানি শহিদ উমর মুখতারের দলীয় মুজাহিদদের অনুগত স্থানীয় বাসিন্দাদের মুজাহিদদের থেকে পৃথক করতেন এবং ভয়ানক বন্দিশালায় বন্দি করে রাখতেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সম্মানিত পাঠক এসব বন্দিশালার প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবেন।

গ্রন্থটি উমর মুখতারকে একজন সামরিক কমান্ডার এবং কর্মপরিকল্পনায় তাঁর পটপরিবর্তন, যুদ্ধপন্থার উন্নতিসাধন, পাশাপাশি তাঁর অপরাপর পদক্ষেপ-পরিস্থিতি—সবই পরিস্ফুটভাবে উল্লেখ করবে। যে কারণে তাঁর চরম শত্রু জেনারেল গ্রাজিয়ানি পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সুদূরপ্রসারী অনেক কার্যক্রম এবং আমাদের সরকারের অনুগত গুরুত্বপূর্ণ অনেকে থাকা সত্ত্বেও উমর মুখতার অত্যন্ত কঠোরভাবে আমাদের বিরোধিতা করে যেতে থাকেন এবং প্রতিটি স্থানে আমাদের সামরিক শক্তির পথ রুখে দাঁড়ান।'

গ্রাজিয়ানি আরও বলেন, 'কোনোভাবেই উমর মুখতার আত্মসমর্পণ করেন না। কারণ, যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁর পন্থা অন্য কমান্ডারদের মতো নয়। সব ধরনের

পরিকল্পনা নস্যাৎকরণ এবং দ্রুত স্থান ত্যাগের ক্ষেত্রে তিনি একজন বীর লড়াকু। তাঁর ও তাঁর মুজাহিদ সৈনিকদের ওপর আক্রমণ করতে স্থান নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। অপারগতার শেষ সীমা পর্যন্ত উমর মুখতার প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়েই যান। এর পরপরই তাঁর কর্মপরিকল্পনা বদলে ফেলেন। যত দুর্বলই হন না কেন; যেকোনো বিজয় অর্জন করতে তিনি সদা সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যান। এমনভাবে তিনি তাঁর মুজাহিদদের ভেতরে ও বাইরে জিহাদি মনোবাঞ্ছার প্রাণসঞ্চার করেন যে, শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তা-ই করেন, যা হবার ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সব কর্ম সোপর্দ করেন আল্লাহর দরবারে, ন্যায়নিষ্ঠ একজন মুসলিমের মতো!'

ইতালিয়ানরা লিবিয়া-মিসর সীমান্তে, ভূমধ্যসাগর হতে জাগবুব পর্যন্ত ৩০০ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি পথ ধরে যে কাঁটাতারের বেড়া সম্প্রসারিত করেছিল—শুধু উমর মুখতারের জিহাদি আন্দোলন রুখে দেওয়া জন্য। গ্রন্থটি এ বিষয়েও আলোকপাত করবে। পাশাপাশি লিবিয়ায় সানুসিদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আল-কুফরা যখন ইতালিয়ানরা দখলে নেয়, তখন লিবীয় জনগণের ওপর তাদের অত্যন্ত জঘন্য, ঘৃণ্য, হিংসাত্মক ও ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্ম ও গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ করবে। আর কীভাবে মুসলিমবিশ্ব এসব কর্মকাণ্ডের কারণে ক্রোধে ফেটে পড়েছিল, তা-ও বর্ণনা করবে। আর কী ছিল তখনকার ইসলামি সাংবাদিকতার অবদান, তা-ও জানিয়ে দেবে।

গ্রন্থটি পাঠকের সামনে প্রসিদ্ধ কলমসৈনিক শাকিব আরসালান ও মিসরের মুসলিম যুবসংঘের কলমে এ-সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বর্ণনা উপস্থাপন করবে, যেগুলোর ব্যাপারে অবগত হয়েছেন *আল-মানার* ইসলামি পত্রিকার সম্পাদক রশিদ রেজা, তাকিউদ্দিন হিলালি, ভারতের লখনৌর নাদওয়াতুল উলামার আরবিবিভাগের প্রথম উসতাজসহ আরও অনেকেই।

গ্রন্থটি উমর মুখতারের জীবনপথ ধরে শেষ দিনগুলো পর্যন্ত হেঁটে চলবে। ইয়াহুদি থেকে মুসলিম হওয়া প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ আসাদের সঙ্গে উমর মুখতারের সাড়াজাগানো সাক্ষাতের আলোচনা করবে। আর কীভাবে উমর মুখতার বন্দি হলেন, তা-ও বর্ণনা করবে। বন্দিশালায় তাঁর অবস্থানও তুলে ধরবে, যা বয়োজীর্ণ এই লোকটার বিশুদ্ধ আকিদাপোষণ, তাকদিরের প্রতি মজবুত ঈমান, তাঁর ইজ্জতসমৃদ্ধ ঈমান; যার মাধ্যমে তিনি জেনারেল গ্রাজিয়ানির সঙ্গে কথোপকথন করেছেন, বিচার শেষে কীভাবে তাঁকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, এমতাবস্থায় তিনি অস্ফুট স্বরে পড়ে চলছেন আপন প্রভুর মহাবাণী— হে প্রশান্ত

আত্মা, তুমি তোমার রবের দিকে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্টভাজন হয়ে ফিরে যাও। এরপর তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো [সুরা ফাজর : ২৭-৩০]। গ্রন্থটি এসব বিষয়ই আলোকপাত করবে।

গ্রন্থটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা দ্বারা এটাই প্রমাণ করবে যে, উমর মুখতারের পুরোটা জীবন এমন এক প্রতিষ্ঠান, যা তাঁর জীবনের জ্ঞান, দাওয়াহ, জিহাদ, চরিত্রগত দিকসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করবে।

গ্রন্থটি উমর মুখতারের শাহাদাতের পর লিবিয়ার অবস্থা, ইউসুফ বুরহিল ও মুজাহিদগণের নেতৃত্বে জিহাদি আন্দোলনের শেষ পরিণতি, জিহাদি আন্দোলন খতম করে দেওয়ার পর লিবীয় মুসলমানদের কষ্ট ও লাঞ্ছনার কথাও আলোচনা করবে।

যাইহোক, আমি আমার এ গ্রন্থটি সাজিয়েছি একটি ভূমিকা, তিনটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে। এগুলো হলো :

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : জন্ম ও কর্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধারাবাহিক কার্যক্রম এবং ইতালিয়ানদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনায় প্রবেশ।

তৃতীয় অধ্যায় : উমর মুখতারের জীবনের শেষলগ্ন এবং বন্দিত্ববরণ ও ফাঁসি।

সবশেষে, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। এ জন্য যে, শুরু থেকে শেষ অবধি তিনি আমাকে গ্রন্থটি লেখার অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর সুন্দর নাম ও উঁচু গুণসমূহের মাধ্যমে তাঁর কাছে আমি চাই যে, এই ঐতিহাসিক বর্ণনাক্রমটি যেন শুধু তাঁর জন্য কবুল করে নেন। তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত করেন। আমার লিখিত প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে আমার নেকির পাল্লায় সাওয়াব দান করেন। পাশাপাশি যে-সকল ভাই আমাকে এই তুচ্ছ কাজটি সম্পন্ন করতে নানাবিধ সহায়তা করেছেন, তাদেরও যেন সাওয়াব দান করেন। আর সম্মানিত পাঠকও যেন দুআর সময় এই নগণ্য বান্দাকে ভুলে না যান।

আল্লাহর ক্ষমাপ্রার্থী,
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি।

প্রথম অধ্যায়

জন্ম, দাওয়াহ ও জিহাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও কর্ম

উমর মুখতার। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুই সৎকর্মপরায়ণ মা-বাবার ঘরে তাঁর জন্ম। কারও মতে তাঁর জন্ম ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। পিতা মুখতার ইবনু উমর মানফা গোত্রের ফারহাত শাখার সন্তান। লিবিয়ার জাবালে আখজারে বা সবুজ পাহাড়ের বুতনানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। বেড়ে ওঠেন সেখানেই। তাঁর পরিবার ছিল উন্নত চরিত্র, অনুপম আদর্শ ও বিবিধ প্রশংসনীয় গুণাবলির মূর্তপ্রতিষ্ঠান। এ গুণাবলি তাঁরা অর্জন করেছিলেন কুরআন-সুন্নাহর আবহে পরিচালিত সানুসি আন্দোলনের প্রভাবে।

উমরের পিতা মুখতার ইবনু উমর[১] হজের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনকালে পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের আগে অসুস্থ অবস্থায় তিনি বন্ধু সাইয়িদ আহমাদ গিরয়ানিকে বলে যান—'আপনি আমার ভাইয়ের কাছে এ খবরটা পৌঁছে দেবেন যে, আমি আমার ছেলে উমর ও মুহাম্মাদকে লালনপালন করতে তাঁকে অসিয়ত করে গেছি।'

অসিয়ত অনুযায়ী মুখতার ইবনু উমরের ভাই শায়খ হুসাইন গিরয়ানি উমর ও মুহাম্মাদের লালনপালনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। এরপর ভাতিজাদ্বয়কে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সানুসি খানকার কুরআনিয়া মাদরাসায়

[১] এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়—উমর মুখতারের পিতার নাম মুখতার। আর দাদার নাম উমর। বোঝা গেল তাঁর নামটি তাঁর পিতা ও দাদার নাম দ্বারা মিশ্রিত।— অনুবাদক।

ভর্তি করানো হয়। পরবর্তী সময়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য উমর মুখতারকে জাগবুবি মাদরাসায় ভর্তি করানো হয়, যাতে উমর মুখতার অন্যান্য গোত্রের ছাত্রদের সঙ্গে মিশে নিজেকে বিকশিত করতে পারেন।[২]

উমর মুখতার শৈশবেই পিতৃবিয়োগের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন। তবে পিতার মৃত্যু সাময়িক মর্মবেদনার কারণ হলেও তাঁর পরবর্তী জীবনের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। তাঁর অন্তর আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান ও ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে তিনি শৈশব থেকেই প্রতিটি কাজে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দিকে মনোযোগী হতে পেরেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সত্তায় লুক্কায়িত সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। জাগবুবি মাদরাসায় উসতাজগণ বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁকে আলাদা নজরে দেখতে থাকেন।

সে সময়ে জাগবুবি মাদরাসা ছিল ইলমের এক আলোকবর্তিকা। মাদরাসাটি ছিল এমনসব আলিম, ফকিহ, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের মিলনমোহনা, যারা এখান থেকেই মুসলিম শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে ইসলামের চিরচেনা পতাকা সমুন্নত করতে প্রস্তুত করে তুলতেন। এরপর মানুষকে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে লিবিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন গোত্রের কাছে তাদের পাঠাতেন।

উমর জাগবুবি মাদরাসায় একাধারে আট বছর ইসলামি শরিয়ার বিভিন্ন বিষয় তথা ফিকহ, হাদিস ও তাফসিরের ইলম অর্জন করেন। যে-সকল শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি ইলম অর্জন করে ধন্য হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাইয়িদ জারওয়ালি মাগরিবি, সাইয়িদ জাওয়ানি, আল্লামা ফালিহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ জাহিরি আল মাদানিসহ আরও অনেকে। তাঁরা সকলেই ছিলেন উমরের মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, উন্নত চরিত্র ও দাওয়াহ ইলাল্লাহর গুণে মুগ্ধ এবং এসবের অকুণ্ঠ সাক্ষী।

সময়ানুবর্তিতা ছিল উমরের অন্যতম গুণ। সময়ের সঠিক ব্যবহার ও ইলম অন্বেষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সহপাঠীদের জন্য উত্তম আদর্শ। কর্তব্য আদায়ে নিজেকে বিলীন করে দিতে মোটেও কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর কোনো সাথিই বলতে পারবে না যে, তিনি কোনো দিন আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দিয়েছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ঐকান্তিকতা, কঠোর পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও ধৈর্যের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং শিক্ষক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

[২] *উমার আল-মুখতার* : ২৬, উসতাজ তাইয়িব আশহাব।